ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩০১ ● কলকাতা ● ২৩ কার্তিক, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ছোট ব্লাউজ পরে নাচব কীভাবে, প্রশ্ন নোরার

পৃঃ ৫

ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে পরাজয় হজম করা কঠিন : টেন্ডুলকার

পৃঃ ৬

নারীদের মাতৃরূপে দেখি', রেখা পাত্রর উদ্দেশে 'অশালীন' শব্দ প্রয়োগে ক্ষমা চাইলেন ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাড়োয়া উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে সন্দেশখালি ইস্যুতে বিজেপির পরাজিত প্রার্থীর উদ্দেশে কুরুচিকর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে ফিরহাদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বক্তব্যের এই শেষাংশ নিয়েই আপত্তি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি জাতীয় মহিলা কমিশন ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি নিয়ে অনর্থক বিতর্ক উঠতেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, "আমার কথায় রেখার যদি খারাপ লেগে থাকে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কোনও নারীকে অসম্মান করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার নেত্রী নারী, মা নারী, স্ত্রী, কন্যা, নাতনিরাও নারী। তাঁরা আমার কাছে মাতৃস্বরূপা। নারীদের সম্মান করি বলেই বাংলায় আমরা দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজো করি। নারীদের অসম্মান করা আমাদের সংস্কৃতিতে নেই।" এর পর তাঁর আরও সংযোজন, 'হেরে ভূত', 'হেরো মাল' ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি ভোটে পরাজিত প্রার্থীদের উদ্দেশে, বিশেষত বিজেপির উদ্দেশে বলা। রেখা পাত্রকে তিনি ভদ্রমহিলা বলেই সম্বোধন করেছেন বলেও দাবি।এনিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন

এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো, এবার চলবে গাড়িও! নতুন সুড়ঙ্গে জুড়বে কলকাতা থেকে হাওড়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কলকাতা ও হাওড়াকে ইতিমধ্যেই জুড়েছে মেট্রোরেল। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সুবিধা হয়েছে এই ব্যবস্থায়। এবার সেই একইভাবে, গঙ্গার নীচে দিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়া পর্যন্ত আরও একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরির পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের তরফেও জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ শুরু হবে তাড়াতাড়িই। কেন্দ্রীয় সড়কমন্ত্রী নীতীন গড়কড়ীকে এই সুড়ঙ্গের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শান্তনুই। এ জন্য প্রাথমিক ভাবে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বন্দর থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত মোট ১৫ কিলোমিটায় দীর্ঘ হবে এই রাস্তা। তার মধ্যে জলের তলা

এরপর ৩ পাতায়

বীরভূম জেলা কে সামলাবে ঠিক করে দিলেন যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: বীরভূম : নিউজ সারাদিন : বীরভূমে ফিরেছেন অনুব্রত মণ্ডল। দলীয় অনুষ্ঠান থেকে বিজয়া সম্মেলনী, সব মঞ্চেই তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ছে। জেলার আর এক নেতা কাজল শেখকে কেন তাঁর পাশে দেখা যাচ্ছে না, এই নিয়েও জল্পনা বাড়ছে। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে যে কোর কমিটি তৈরি হয়েছিল, তাদের হাতেই কি থাকবে ক্ষমতা? নাকি আবারও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি হবেন কেষ্ট মণ্ডল?অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তিনি চান কোর কমিটির হাতেই থাকুক বীরভূম জেলার সংগঠন।কোর কমিটির জন্য ভোটের ফলাফল ভাল হয়েছে। তাই কোর কমিটির হাতেই থাক ক্ষমতা। আর জেলা সভাপতি হিসেবে অনুব্রত মণ্ডল কোর কমিটিকে সঙ্গে নিয়েই চলুন, এমনটাই চান তিনি।ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেক জানিয়েছেন, জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে দায়িত্ব ও ক্ষমতা কমিটির হাতে দিতে চান তিনি। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। দলকে বিষয়টা তিনি জানাবেন। তাতেও হস্তক্ষেপ করতে হয় মমতাকে। এবার সেই বিষয়ে নীরবতা ভাঙলেন অভিষেক।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

- সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
  সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
  মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
- নিউ বিশ্বাস জেরক্স
  মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
  মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬
- আদর্শ শিশু নিকেতন
  ভাঙ্গখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০
- সাগরিকা লাইব্রেরী
  বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭
- আরফান আলি বিশ্বাস
  দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

মুখ্যমন্ত্রীর শিঙাড়া 'চুরি'!

সিআইডি তদন্তের নির্দেশ

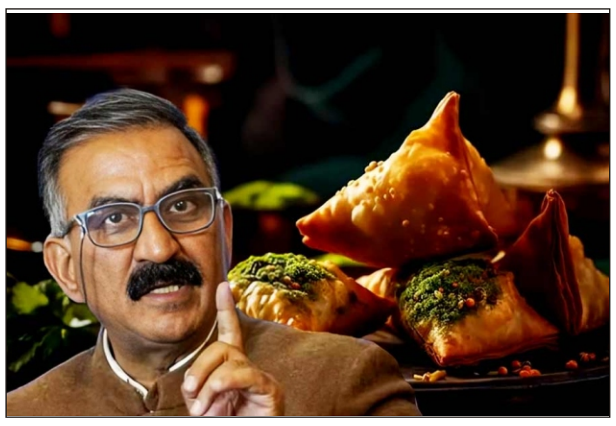

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিঙাড়া কোথায় গেল, কী ভাবেই বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল না, তা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। আর সেই জল এত দূর গড়িয়েছে যে, শেষমেশ রাজ্য সরকার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনাকে 'সরকার-বিরোধী' বলেও দাবি করা হয়েছে।সুখুর শিঙাড়া খেল কে? এই ঘটনা নিয়েও রাজনৈতিক রসিকতার পাশাপাশি কটাক্ষও শুরু হয়েছে গিয়েছে হিমাচলে। মুখ্যমন্ত্রী সুখুর 'অপূর্ণ রসনাতৃপ্তি' নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি বলেছে, এই সরকার রাজ্যের উন্নয়নের কথা না ভেবে শিঙাড়ায় মজে রয়েছে। রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক এবং দলের মিডিয়া সেলের প্রধান রণধীর শর্মার টিপ্পনী, "হিমাচলের মানুষ সমস্যায় জর্জরিত, আর সরকার শিঙাড়ার খোঁজে তদন্ত করছে!"ফলে হিমাচলের রাজনীতি এখন 'শিঙাড়াময়' হয়ে উঠেছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২১ অক্টোবর। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু গিয়েছিলেন সিআইডির সদর দফতরে। সেখানে সাইবার শাখার উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। তাই তাঁর জন্য শিঙাড়া এবং কেকের আয়োজন করা হয়েছিল। একটি বিলাসবহুল হোটেল থেকে সেই জলখাবার আনানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই জলখাবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তো পৌঁছয়ইনি, বরং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের মধ্যে সেই জলখাবার ভাগ করে দেওয়া হয়। কী ভাবে এই ভুল হল? কোথায় গাফিলতি ছিল? মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আনা শিঙাড়া আর কেক কেনই বা প্রোটোকল মেনে তাঁর হাতে পৌঁছল না এ সব নানাবিধ প্রশ্ন উঠতেই তদন্তের নির্দেশ

এরপর ৩ পাতায়

পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা লোপাটে

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, দ্রুত তদন্তের নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাংলার প্রতিটি সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে 'তরুণের স্বপ্ন' নামের একটি বিশেষ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে বছর খানেক আগে।কিন্তু এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও সদয় হলেন ছাত্রছাত্রীদের উপর। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, অবিলম্বে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের টাকা পৌঁছে দিতে হবে ওই বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটল তা জানতে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই ঘটনার জেরে ছাত্রছাত্রীরা কোনওভাবেই তাঁদের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হবে না তা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অতি দ্রুত তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা পৌঁছে যাবে বলেও আশ্বাস দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যু নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের সচিবকে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের অন্যতম সেরা প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এইক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি বরদাস্ত করা হবে না।এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় ট্যাব অথবা মোবাইল কেনার জন্য। কিন্তু চলতি বছর এই টাকা পাঠানোর পর কিছু সমস্যা দেখা দেয় রাজ্যের একাধিক স্কুলে।

পড়ুয়ারা টাকা পাননি এমন অভিযোগ করার পরই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানান। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির জেরে রাজ্য পুলিশ আধিকারিকরা বুঝতে পারেন গোটা রাজ্য জুড়েই বহু ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের টাকা পায়নি। বরং তাঁদের জন্য বরাদ্দ টাকা চলে গিয়েছে অন্য অ্যাকাউন্টে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনা সাইবার জালিয়াতির অংশ। কোনও জালিয়াতি গ্যাং ইচ্ছাকৃতভাবে ওই টাকা নিজেদের হস্তগত করেছে অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে দিয়ে।

ভদ্রেশ্বরের ২৩২ বছরের সুপ্রাচীন

জগদ্ধাত্রী বুড়ি মাকে ২২৫ টি বেনারসি দিয়ে সাজানো হয়

বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলী : নিউজ সারাদিন : ভদ্রেশ্বরে সুপ্রাচীন জগদ্ধাত্রী মা খ্যাত বুড়িমা নামে। ২৩২ বছরের ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা বারোয়ারির পুজো দেখতে প্রতিবছরই লক্ষাধিক মানুষের ভিড় জমে। বুড়িমাকে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে তোলেন পুজো উদ্যোক্তারা, সেই দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমে যায় মন্দির প্রাঙ্গণে। এবছর ২২৫টি বেনারসিতে সাজিয়ে তোলা হবে মাকে।ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে জানা যাবে, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুর গৌরহাটিতে বাস করতেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে দুই বিধবা কন্যাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত পুজো রূপ পায় বারোয়ারির। তৈরি হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি। এখানে দেবী পূজিত হন তন্ত্রমতে। প্রতি বছর পুজো শুরুর আগে প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলে কাপড় পরানো হয়। কয়েক হাজার শাড়ি দান হিসাবে পড়ে মাকে সাজানোর জন্য। এই বছরও ঘটেনি তার ব্যতিক্রম। প্রায় ২২৫টি বেনারসি শাড়িতে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বুড়িমাকে।পুজোর এক উদ্যোক্তা বলেন, প্রতি বছরই চতুর্থী পঞ্চমীর দিনে মাকে কাপড় পরানো হয়। বহু ভক্ত শাড়ি দান করেন, সেই শাড়ি পরানো হয় মাকে। মূলত বেনারসি শাড়িতে সাজিয়ে তোলা হয় সকলের প্রিয় বুড়িমাকে।এবছর প্রায় ২২৫টি বেনারসি শাড়ি পরানো হবে গোটা প্রতিমা জুড়ে। প্রত্যেক বছর প্রায় বেনারসি, ছাপা ও অন্যান্য শাড়ি মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি শাড়ি থাকে মায়ের জন্য।

জঙ্গি দমনে নতুন সন্ত্রাসবিরোধী নীতি আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে দুদিন ব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলন ২০২৪ এর উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী নীতি নিয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সন্ত্রাসবাদী হামলা যে বেড়ে চলেছে করে কিভাবে তা মোকাবিলা করা হবে সেই রাস্তাও দেখিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন " সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং খুব শীঘ্রই একটি জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী নীতিও নিয়ে আসা হবে। আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা এবং ষড়যন্ত্র সীমান্ত নির্বিশেষে অদৃশ্য ভাবে চলছে। সন্ত্রাসবাদীদের বয়স আগের চেয়ে কমেছে।, তাদের সঙ্গে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের তরুণ অফিসারদের সর্বোচ্চ প্রযুক্তিতে সজ্জিত করতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমরা আগামী দিনে এটি কে প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তুলব "। তিনি আরো বলেছেন " রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদি হামলার বিরুদ্ধে সেখানকার পুলিশকে লড়াই করতে হবে।, তবে তথ্য দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যবস্থা নেওয়া পর্যন্ত সবেতেই কেন্দ্রীয় সংস্থায়ী সহায়তা করবে "। দুদিনের এই সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কৌশল প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়াও ভারতের নিরাপত্তা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতেও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ে বাড়বে বলেই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দুদিনের এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ঊর্দ্ধতন পুলিশ আধিকারিক, বিশেষ নিরাপত্তা সংস্থা,ফরেনসিক ও প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিমার আওতায় আনতে

পর্যালোচনা বৈঠক

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি : নিউজ সারাদিন : রাজ্যে অতিবৃষ্টি বন্যা ও দানার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীমার আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আজ হুগলি জেলা পরিষদ হলে এক জরুরী পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, সাংসদ মিতালী বাগ ,হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য

এরপর ৩ পাতায়

হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলা!

তোলপাড় বাংলাদেশে,ভেসে আসছে শয়ে শয়ে মানুষের আর্তনাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের একবার বাংলাদেশে প্রশ্নের মুখে হিন্দুদের সুরক্ষা। হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা চালানোর অভিযোগ খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে। মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে হিন্দুদের চট্টগ্রামের হাজারি গলিতে ব্যাপক সংঘর্ষের খবর উঠে আসছে। এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বহু মানুষ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হাজারি গলিতে মূলত হিন্দু সম্প্রদায়েরই বাস। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এই সংঘর্ষে জড়িত থাকলেও, পুলিশের তরফ থেকে টার্গেট করা হচ্ছে হিন্দুদের। এলাকা ছেড়ে বাইরে যেতে দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গাপার্শ্বের অধিকাংশ হোটেলের ছাড়পত্র নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিংহভাগ হোটেলেরই ব্যবসা স্থাপন ও ব্যবসা চালানোর ছাড়পত্র নেই। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪টি হোটেলের মধ্যে মাত্র তিনটি হোটেলের ওই ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিরা কেউই তাদের ছাড়পত্র দেখাতে পারেনি। পরিদর্শনের সময়ে এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পরিদর্শক দলের। মামলার আবেদনকারী সুভাষ দত্ত জানাচ্ছেন, ২০০৭ সালে পর্ষদের তরফে ওখানকার হোটেলগুলিকে স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যা চ্যালেঞ্জ করে তারা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু হাই কোর্ট স্থানান্তরের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি। তাঁর বক্তব্য, "এমনকি, পর্ষদ একাধিক হোটেল বন্ধের নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে সেগুলি রমরমিয়ে চলছে। যার জেরে গঙ্গা দূষিত হয়েই চলেছে।" মামলার পরবর্তী শুনানি আজ, শুক্রবার।হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন হোটেলগুলির জন্য গঙ্গা

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিমার আওতায় আনতে পর্যালোচনা বৈঠক

সহ কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। এই বৈঠক শেষে কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানান এবারে প্রথমে অতিরিক্ত বৃষ্টি দ্বিতীয়ত অতিরিক্ত জল ছাড়া এবং শেষে দানার দাপটে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যাতে বিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় সকলকে নিয়ে এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। তিনি জানান পাঁচটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত কৃষকদের চিহ্নিত করে বীমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যাতে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি ফসলকে বিমার আওতায় আনা হয়েছে, যেটা ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন এ রাজ্যে সর্বাধিক এক কোটি সাত লক্ষ কৃষককে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যাতে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পুনরায় চাষবাসের কাজে উৎসাহিত হতে পারে তার জন্য আমরা সব সময় কৃষকদের পাশে রয়েছি। আজকের এই বৈঠক সর্বতোভাবে ফলপ্রসু হয়েছে বলে কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন।

কাশ্মীরের সোপোরে ২ সন্ত্রাসী নিহত, সেনাবাহিনী বলেছে- তাদের হত্যা একটি বড় সাফল্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোপোরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ২ জঙ্গি নিহত হয়েছে, যা সেনাবাহিনীর কাছে একটি বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সাগীপুরা এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে উত্তর কাশ্মীরের এই অঞ্চলে সক্রিয় ছিল ওই জঙ্গিরা, যারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল।এছাড়া, শ্রীনগরের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় পুলিশ আরও একটি সাফল্য অর্জন করেছে। ৩ নভেম্বরের হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে লস্কর-এ-তৈবা সংগঠনের ৩ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, যা স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য আরও একটি বড় জয়।

তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হওয়ার পর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কমান্ডার দীপক মোহন জানান, গত কয়েকদিন ধরে তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল, যার ভিত্তিতে সোপোরের বারামুলা জেলার সাগীপুরা এলাকায় অভিযান শুরু হয়। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ২ জঙ্গি নিহত হয়। এসব জঙ্গিরা শ্রীনগরে ৩ নভেম্বরের গ্রেনেড হামলায়ও জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেহেতু হামলায় ১২ জন আহত হয়েছিল।

৩৭০ ইস্যুতে কাশ্মীর বিধানসভা উত্তপ্ত, মুলতবি করা হয় অধিবেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় গত তিন দিন ধরে ৩৭০ ইস্যুতে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধায়কদের মধ্যে কার্যত হাতাহাতি হয়। এমনকি মার্শাল ডেকে কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে বিধানসভা পক্ষ থেকে বের করে দিতে হয়।

৩৭০ ধারা ফেরানোর দাবিতে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। উপত্যকায় বিশেষ মর্যাদা ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু হোক। এই মর্মে প্রস্তাব পাস করায় ওমর আব্দুল্লাহ সরকার। এই প্রস্তাবে বলা হয় জাতীয় সংহতির কথা মাথায় রেখে এবং একইসঙ্গে কাশ্মীরবাসীর স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে এই নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। ৩৭০ ইস্যুতে তিন দিন ধরেই তুলকালাম চলছে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায়।

৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রতিবাদে বারামুলার সংসদ তথা আওয়ামী ইত্তিহাদ পার্টির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রশিদের ভাই খুরশিদ আহমেদ শেখ বিধানসভা চত্বরে একটি ব্যানার নিয়ে হাজির হন। এই ব্যানারে যে দুটি দাবি লেখা ছিল তা হল ৩৭০ দ্বারা পুনর্বাহাল করতে হবে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খুরশিদ আহমেদ শেখের ওই ব্যানার প্রদর্শনে আপত্তি জানায় বিজেপি, সেই জন্য বৃহস্পতিবারই হাতাহাতি হয় কাশ্মীর বিধানসভায়।

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

নারীদের মাতৃরূপে দেখি', রেখা পাত্রর উদ্দেশে 'অশালীন' শব্দ প্রয়োগে ক্ষমা চাইলেন ফিরহাদ

ফিরহাদ হাকিম। করজোড়ে তাঁর বক্তব্য, নারীরা তাঁর কাছে মাতৃস্বরূপা। কোনও মহিলার উদ্দেশে অপমানজনক কথা বলা একেবারেই তাঁর অভ্যেস নয়। বক্তব্যের নিশানায় কোনও মহিলা নন, ছিলেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী। কথায় রেখা পাত্র আঘাত পেলে ক্ষমাপ্রার্থী।বুধবার হাড়োয়ায় তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলামের সমর্থনে জনসভা করতে গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। বিরোধীদের উদ্দেশে চাঁচাছোলা ভাষায় তিনি বক্তব্য রাখেন। বলেন, "নারী নির্যাতন নিয়ে সারা দেশের কাছে মিথ্যা প্রচার করেছে বিজেপি। সন্দেশখালির নারীদের অসম্মান করেছে বিজেপি। সন্দেশখালিতে আমার এক বন্ধু থাকে। তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ক্যানিংয়ে। বিজেপি সন্দেশখালিকে এতটাই কালিমালিপ্ত করেছে যে ক্যানিংয়ের লোকজন বলে, সন্দেশখালির মেয়ে মানে অপবিত্র। তাই তার বিয়ে ভেঙে যায়। বসিরহাটের যিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন, সেই ভদ্রমহিলা কোথায়? এই তো হাজি নুরুলের বিরুদ্ধে কেস করেছিল। হেরো মাল।"

১-ম পাতার পর

গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো, এবার চলবে গাড়িও! নতুন সুড়ঙ্গে জুড়বে কলকাতা থেকে হাওড়া

দিয়ে সুড়ঙ্গটি হবে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ।গাড়ি চলবে সেটি দিয়ে।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, মূলত পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের জন্যই এই সুড়ঙ্গ তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে হাওড়া ব্রিজের উপর ভারী গাড়ি চলার চাপ অনেকটাই কমবে। হাল্কা হবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুও।সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের। 'প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি' প্রকল্পের অধীনে আগামী বছর থেকেই শুরু হতে পারে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ।

জানা যাচ্ছে, বন্দর থেকে পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে সরাসরি জাতীয় সড়কে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা আজকের নয়। অনেক দিন ধরেই এই নিয়ে কথা হয়েছে। ২০২২ থেকেই খিদিরপুর বন্দর কর্তৃপক্ষ আলোচনা করেছে, গঙ্গার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি সম্ভব কিনা। কারণ তাহলে বন্দর এলাকা থেকে সেই পথ ধরেই জাতীয় সড়কে উঠতে পারবে ট্রাকগুলি।

২ পাতার পর

হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলা! তোলপাড় বাংলাদেশে,ভেসে আসছে শয়ে শয়ে মানুষের আর্তনাদ

হচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সবমিলিয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের।পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৯ জনকে। ৫৮২ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে মামলা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত গত ৫ই নভেম্বর। সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু ও ইসকনের বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্ট করেন জামাত-ই-ইসলামি সংগঠনের সদস্য ওসমান আলি।

ঘটনার প্রতিবাদে ওপার বাংলায় চট্টগ্রামের হাজারি গলিতে ওই ব্যক্তির দোকানের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন হিন্দুরা। তারপর শুরু হয় ব্যাপক অশান্তি। স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ করেছেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ আসার পর বেছে বেছে হিন্দুদের উপর লাঠিচার্জ করে।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ ও সেনা বাহিনীর কর্মীরা নির্বিচারে আক্রমণ করছেন। এমনকি সিসিটিভি ভাঙার অভিযোগও ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়েছে, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছিলেন প্রতিবাদীরা। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগও আনা হয়েছে।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর শিঙাড়া 'চুরি'! সিআইডি তদন্তের নির্দেশ

দেওয়া হয়। সিআইডি দফতরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আনানো জলখাবার কী ভাবে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের হাতে পৌঁছে গেল, সেই তদন্তের দায় বর্তেছে সিআইডিরই উপর। ফলে উপরমহল থেকে নির্দেশ আসতেই তদন্ত শুরু করে সিআইডি। ডেপুটি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিককে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সমন্বয়ের অভাবেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে যে, আইজি পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সাব ইনস্পেক্টরকে (এসআই) সেই জলখাবার আনার নির্দেশ দেন। এসআই আবার অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টরকে (এএসআই) সেই নির্দেশ দেন। সেই এএসআই এবং এক হেড কনস্টেবল লক্কড় বাজারের ওই বিলাসবহুল হোটেল থেকে তিন বাক্স জলখাবার নিয়ে আসেন। তার পর এসআইকে বিষয়টি জানান। সেই পুলিশ আধিকারিকরা তার পর পর্যটন দফতরের কর্মীদের কাছে জানতে চান, এই তিন বাক্স জলখাবার কি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য? তখন তাঁরা জানিয়ে দেন, এ বিষয়ে কিছু জানেন না। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এসএআই কোনও শীর্ষ আধিকারিককে না জিজ্ঞাসা করেই পরিবহণ দফতরে সেই খাবার পাঠিয়ে দেন। ওই দফতরই এই বিষয়টি মূলত দেখাশোনা করে। কিন্তু সেখান থেকে সেই জলখাবার চলে যায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাছে। ফলে এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরে বেড়ায় সেই জলখাবার। আর এই বিষয়টি নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়েছে। কী ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আনানো জলখাবার তাঁর কাছে পৌঁছলই না, বরং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের হাতে পৌঁছল? সমন্বয়ের অভাবকে রিপোর্টে উল্লেখ করার পাশাপাশি সিআইডি এই ঘটনাকে 'সরকার-বিরোধী' বলেও উল্লেখ করেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩০১ সংখ্যা ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ শনিবার ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

গঙ্গাপার্শ্বের অধিকাংশ হোটেলের ছাড়পত্র নেই

দূষিত হচ্ছে, এই অভিযোগে জাতীয় পরিবেশ আদালতে বর্তমানে একটি মামলা চলছে। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সংশ্লিষ্ট এলাকা ঘুরে রিপোর্ট দাখিল করতে বলে।পর্ষদ সূত্রের খবর, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সংস্থার আধিকারিকেরা। সেখানে তাঁরা দেখতে পান, ১৪টির মধ্যে মাত্র তিনটি হোটেলের ব্যবসা স্থাপন (কনসেন্ট টু এস্টাব্লিশ) ও ব্যবসা চালানোর (কনসেন্ট টু অপারেট) ছাড়পত্র রয়েছে। যার মধ্যে দু'টির মেয়াদ হল ২০২৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি এবং একটির ২০২৬ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। কিন্তু পরিদর্শনের সময়ে ওই ছাড়পত্র দেখাতে পারেনি বাকি

হোটেল ও খাবারের দোকান। বরং গঙ্গাপাড় জবরদখল করে একাধিক হোটেল রয়েছে বলে পর্ষদ সূত্রের খবর। অথচ, সে সবের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা ইটিপি) নেই। ওই হোটেলের তরল বর্জ্য সরাসরি হাওড়া পুরসভার নিকাশি নালা বা গঙ্গায় গিয়ে মিশছে। পরিদর্শন চলাকালীন আধিকারিকেরা জানতে পারেন, হোটেলগুলি ওখানে দীর্ঘ বছর ধরে রয়েছে।

তাদের দাবি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের (কলকাতা বন্দর) কাছ থেকে তারা এক সময়ে জায়গা ভাড়া নিয়েছিল।

সম্পাদকীয়

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ, টাকা নয়ছয়ের কথা হাই কোর্টে মেনে নিল রাজ্য

এবার এমনই একটি মামলায় টাকা নয়ছয়ের কথা কলকাতা হাই কোর্টে কার্যত মেনে নিল রাজ্য। ক্যানিং-১ ব্লকের ইটখোলা পঞ্চায়েতের ওই মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি রবি কৃষণ কপূর সংশ্লিষ্ট বিডিও ও পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছেন।

এ নিয়ে বাঁকুড়ার তালড্যাংরায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এ দিন বলেছেন, 'কোর্টও ধরে ফেলেছে, আবাস যোজনার নামে দুর্নীতি চলছে। আর তৃণমূলের কাটমানি তোলার ব্যবসা চলছে। চোর ধরা পড়বে আশা করি।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর মতে, 'স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা ভিনরাজ্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। আবাস যোজনায় অভিযোগকারী পাঁচ জনেরই ঘরের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। কোর্টে স্বীকারোক্তি দিয়েছে সরকার। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়ের দাবি, 'আদালতের রায়ের পরেও তৃণমূলের লজ্জা হবে না! তৃণমূলের নেতারা তালিকা তৈরি করেন আর বিডিও শুধু সিল মারেন!' তৃণমূলের কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ। কোথাও কোনও ফাঁক থেকে গেলে প্রশাসন নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই কর্মযজ্ঞের আঙুল তোলা জনস্বার্থ-বিরোধী।'রাজ্য এই মামলায় যে রিপোর্ট দিয়েছে তা দেখে বিচারপতি কপূরের পর্যবেক্ষণ, এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে জালিয়াতি হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যের পঞ্চায়েতসচিবকে ফৌজদারি পদক্ষেপের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

ইটখোলা পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা গ্রামের পাঁচ জন বাসিন্দা আবাস যোজনার টাকা না পেয়ে এই মামলা করেছিলেন। তাঁদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং সন্দীপ সূত্রধর জানান, ২০২১ সালে মামলাকারীরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত অফিসে সব নথি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা ঢোকেনি। অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান এবং আরও কয়েক জন সদস্য নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ওই পাঁচ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বদলে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন।২০২৩ সালে মামলা দায়েরের পরে এ ব্যাপারে ক্যানিং ব্লক প্রশাসন তিন জন সরকারি আধিকারিকের নেতৃত্বে বিষয়টি অনুসন্ধান করে। আদালতের খবর, সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আক্রম মোল্লা এবং সেলিম মোল্লা নামে দুই আবেদনকারীর আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সিরাজুল মোল্লা, সামসুল আলম মোল্লা এবং মাবুয়ালি মোল্লা নামে বাকি তিন আবেদনকারীর তিনটি কিস্তির টাকাই অন্য অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। অনুসন্ধান রিপোর্টে দাবি, প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি জানার পরেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সচিব কিস্তির টাকা পাঠানো বন্ধ করেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টাকা বন্ধের পাশাপাশি, ওই অন্য অ্যাকাউন্টের মালিকদের টাকা ফেরত দিতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে ওই অ্যাকাউন্টের মালিক কারা এবং কী ভাবে তাঁদের অ্যাকাউন্ট আবাস যোজনার তালিকায় ঢুকল সে ব্যাপারে এখনও ধোঁয়াশা আছে বলেই দাবি করছেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ওই দিকে রাজবাড়িতে যে লোহার অলক্ষ্মী ছিল সকাল হতেই তা কোথায় গেল কেউ জানতে পারলো না। ধর্ম এসে রাজাকে বললেন, "আপনার অমঙ্গল কেটে গেছে অলক্ষ্মী দূর হয়েছে। আপনি রানীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।" রাজা পালকি নিয়ে রানীকে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর খুব ঘটা করে লক্ষ্মী পুজো করে আবার সব ফিরে পেলেন। সেই থেকে প্রচলিত হও শুরু হলো মা লক্ষ্মী দেবীর ধর্মের ইতিহাস।ধন ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি আছে নানারকমের দুঃখ। সবচেয়ে বড় যেটা, তা হল - এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম, এই আশঙ্কা। দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবরা যখন মৎস্যনগরে ঢুকছেন, তখন মনে মনে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনেশ্বরী দুর্গার স্তুতি করেছিলেন। সেই স্তুতি থেকে জানা যায়, দুর্গার উদ্ভব। দুর্গার জননী মা যশোদা। তিনি যশোদাগর্ভসম্ভূতা। তাঁর পিতা নন্দ।অত্যাচারী রাজা একদিন দৈববাণী শুনতে পান যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁকে বধ করবেন। তখন তিনি দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে মথুরার কারাগারে বন্দি করে রাখেন। বন্দি অবস্থায় তাঁদের ছয়টি সন্তান হয়, এবং প্রত্যেকটি সন্তানকে কংস হত্যা করেন। সপ্তম সন্তান বলরাম দেবকীর গর্ভ থেকে প্রতিস্থাপিত হলেন রোহিণী দেবীর গর্ভে। রোহিণী বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী, তিনি থাকেন গোকুলে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় বলরামের আবির্ভাব। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে গভীর রাতে কৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই শিশুকে পিতা বসুদেব গোপনে নিয়ে যান গোকুলে, নন্দের ঘরে। ওই রাতে যশোদার গর্ভে জন্মান কন্যাসন্তান যোগমায়া। তিনি আসলে দেবী মহাশক্তি।পুত্রসন্তানকে মা যশোদার কাছে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে মথুরায় ফেরেন বসুদেব। যোগমায়াকে দেবকীর ক্রোড়ে দেখতে পান কংস। ভাবেন, এই সন্তান দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত। তখন কংস তাকে শিলাতলে আছাড় মারেন। সদ্যোজাতা আকাশে মিলিয়ে যায়। এই যোগমায়াই দেবী দুর্গা - দিব্যমাল্যবিভূষিতা, দিব্যাম্বরধরা ও খড়্গাখেটকধারিণী। তাঁর বর্ণ বালার্কসদৃশ, তাঁর আনন পূর্ণচন্দ্রনিভ এবং তিনি চতুর্ভূজা ও চতুর্ব্বক্ত্রা। আবার তিনি কৃষ্ণবর্ণা ও অষ্টভূজারূপেও পূজিতা হন। তাঁর আট হাতে রয়েছে - বর, অভয়, পানপাত্র, পঙ্কজ, ঘন্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র। তাঁর কুণ্ডল দিব্য, মাথায় উৎকৃষ্ট কেশবন্ধ ও দিব্য মুকুট। বেণী কটিসূত্র পর্যন্ত লম্বিত। দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী এবং বিন্ধ্যবাসিনী। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠির

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ট্রাম্পের বিজয়ে ভারতের এক গ্রামে হতাশা, আরেক গ্রামে উল্লাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপাড়ের নির্বাচনের এই ফলাফল দক্ষিণ ভারতের দুটি গ্রামে ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। একটি গ্রামের বাসিন্দারা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েছেন। অন্যদিকে আরেকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মাঝে দেখা দিয়েছে হতাশা। -ফোর্বস

মূলত দ্বিতীয় এই গ্রামটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমালা হ্যারিসের পৈত্রিক গ্রাম। হ্যারিসের পরাজয়ে তারা হতাশ হয়েছেন। আর ট্রাম্পের জয় উদযাপনে ব্যস্ত গ্রামটিতে ট্রাম্পের রানিং মেট জেডি ভ্যান্সের স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। ট্রাম্প নির্বাচনে জয় পাওয়ায় জেডি ভ্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন এবং তার স্ত্রী হবেন "সেকেন্ড লেডি"।

বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ফোর্বস। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল দক্ষিণ ভারতের দুটি ছোট গ্রামে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী উষার পৈতৃক বাড়ি ভাদলুরু গ্রামের বাসিন্দারা প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় উদযাপন করছেন। অন্যদিকে কমালা হ্যারিসের পৈত্রিক গ্রাম থুলসেন্দ্রপুরমে বসবাসকারীরা তার পরাজয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

ফোর্বস বলছে, তেলেগু-ভাষী দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত ভাদলুরু গ্রামের বাসিন্দারা উষা ভ্যান্সের পরবর্তী "মার্কিন সেকেন্ড লেডি" হওয়ার খবরটি পটকা ও বাজি ফাটিয়ে উদযাপন করেছে। নির্বাচনের আগে ওই গ্রামের হিন্দু পুরোহিত ট্রাম্পের জয়ের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন, তারা আশা করেন

তিনি (উষা) "তার শিকড়কে চিনতে পারবেন এবং এই গ্রামের জন্য ভালো কিছু করবেন।"

উষা ভ্যান্সের দাদা ভাদলুরুর বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যান এবং তার বাবা চিলুকুরি রাধাকৃষ্ণান যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার আগে বেশিরভাগ সময় চেন্নাই শহরেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও উষা ভ্যান্সের এই কৃতিত্ব উদযাপন করেছেন এবং বলেছেন, "উষা ভ্যান্সের শিকড় অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে এবং তিনি তেলুগু ঐতিহ্যের প্রথম নারী হতে চলেছেন যিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ড লেডি হিসাবে কাজ করবেন"। এটিকে তেলেগু সম্প্রদায়ের জন্য "গর্বের মুহূর্ত" বলেও অভিহিত করেছেন তিনি।

তবে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর থুলসেন্দ্রপুরম গ্রামে বিপরীত দৃশ্য দেখা গেছে। কারণ ওই গ্রামের অনেক বাসিন্দা কমালা হ্যারিসের জয়ের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কমালার পরাজয়ের পর তারা এখন বলছেন, তারা এই ফলাফলে হতাশ, কিন্তু তবুও তার কৃতিত্বের জন্য তারা গর্বিত। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের এক দিন আগে থুলসেন্দ্রপুরমের প্রধান মন্দিরে কমালার জয়ের জন্য একটি বিশেষ পূজাও করা হয়েছিল। সেই পূজায় বেশ কয়েকজন আমেরিকান পর্যটকও অংশ নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী ৩৮ বছরের উষা চিলুকুরি ভ্যান্সের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকার সান দিয়েগোর শহরতলিতে। ইয়েল এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তবে তার পূর্বপুরুষরা থাকতেন অন্ধ্রপ্রদেশের ভাদলুরু গ্রামেই। তার দাদা ভাদলুরু গ্রাম থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর চেন্নাই শহরে। পরে উষার বাবা চিলুকুরি রাধাকৃষ্ণান উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

জেডি ভ্যান্সের স্মৃতিকথা হিলবিলি এলিজি থেকে তৈরি চলচ্চিত্র অনুযায়ী, আমেরিকায় আসার সময় চিলুকুরি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু ছিল না বললেই চলে। ২০১৪ সালে কেন্টাকিতে জেডি ভ্যান্সকে বিয়ে করেন উষা। তাদের তিন সন্তান রয়েছে। অবশ্য নিজে কোনোদিন ভারতে পৈত্রিক গ্রামে না এলেও নিজের শিকড়কে কখনও অস্বীকার করেননি উষা। আর তাই পরবর্তী "মার্কিন সেকেন্ড লেডি"-কে নিয়ে আশায় বুক বাঁধছে ভাদলুরু গ্রামের বাসিন্দারা।

৩ পাতার পর

৩৭০ ইস্যুতে কাশ্মীর বিধানসভা উত্তপ্ত, মুলতবি করা হয় অধিবেশন

অবশেষে স্পিকার আব্দুল রহিম অধিবেশন মুলতুবি করে দেন।

শুক্রবার সকালে বিধানসভা অধিবেশন শুরু হতেই আবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গত বুধবার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা প্রত্যাহারের দাবিতে বিধানসভার ওয়েলে নেবে বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। নির্দল এবং ইঞ্জিনিয়ার রশিদ দলের বিধায়ক খুরশিদ আহমেদ শেখ পাল্টা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করায় বাধ্য হয়েই স্পিকার মার্শাল দিয়ে তাঁদের বিধানসভা থেকে বের করে দেবার নির্দেশ দেন। তাতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় অধিবেশন মুলতবি করে দিচ্ছে হয়।

এই ঘটনায় দুজন বিজেপি বিধায়ক আহত হয়েছেন। সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বিজেপি বিধায়ক সুনীল শর্মা বলেছেন "জনগণ আমাদের তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছে এবং এটা আমাদের কর্তব্য যারা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে বা যারা দেশ বিরোধী তাদের আমরা কোনভাবেই মাথা তুলতে দেব না"। অপরদিকে খুরশিদ আহমেদ শেখ প্রশ্ন করেন "ব্যানার দেখানোর অধিকার কি আমাদের নেই? ব্যানারে বিতর্কিত কিছুই ছিল না। নেই। কাশ্মীরের মানুষ ৩৭০ ধারা ফেরত চায়"।

সিনেমার খবর

আমার এত খারাপ অবস্থা হয়নি যে সিরিয়াল করব : বনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাইফোঁটার সকালে প্রত্যেকেই উদযাপনের আমেজে। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাড়া ফেলে দেয় একটি খবর। গুঞ্জন রটল ছোট পর্দায় আসছেন বনি সেনগুপ্ত! শুধু তাই নয়, সিরিয়ালের জন্য নাকি শুটিং পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে তার সহ-অভিনেতা সোমরাজ মাইতি।

বছর শেষেও ভারতের টিভি চ্যানেলগুলোতে বড় চমক রয়েছে। একের পর এক নতুন ধারাবাহিকের লম্বা তালিকা। কোন চ্যানেলের কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাকে?

এ বিষয়ে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিল ভারতের শীর্ষস্থানীয় একটি অনলাইন গণমাধ্যম। এ প্রশ্ন শুনে যেন আকাশ থেকে পড়েন বনি সেনগুপ্ত! সিরিয়ালে অভিনয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, না না, আমার এত খারাপ অবস্থা হয়নি যে সিরিয়াল করব।

এও জানিয়েছেন, পুরোটাই ভুয়া খবর। এ ধরনের খবরের যেকোনো সম্ভাবনা নেই। একই সঙ্গে আসন্ন কাজ সম্পর্কেও জানিয়েছেন তিনি।

বনির কথায়, আমার হাতে একের পর এক সিনেমা রয়েছে। কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবার জুটি বেঁধে ফিরছি। সিনেমায় আমরা দু'জনেই পুলিশ অফিসার। অন্য একটি সিনেমায় সৌরভ দাস আর আমাকে প্রধান দুইটি চরিত্রে দেখা যাবে। সেই সিনেমায় আমি কলেজের অধ্যাপক। এত ব্যস্ততার মধ্যে কী করে ছোট পর্দার জন্য সময় বার করব?

তার মতে, সিরিয়ালে অভিনয় করতে গেলে টানা সময় দিতে হয়। এই মুহূর্তে সেটি তিনি দিতে পারবেন না। হঠাৎ কেন সোমরাজের সঙ্গে তার নাম জুড়ল, সেটিও বুঝতে পারছেন না।

আগামীতে ছোট পর্দায় অতিথি চরিত্রেও কি দেখা যেতে পারে তাকে? বনির মতে, আপাতত তেমন কোনো সম্ভাবনাই নেই।

ছোট ব্লাউজ পরে নাচব কীভাবে, প্রশ্ন নোরার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নোরা ফাতেহির লাস্যময়ী সৌন্দর্যে কুর্নিশ করেন ভক্তরা। কোমর দুলিয়ে কোটি তরুণের বুকের বাপাশ অবশ করে দেন এ সুন্দরী। সল্প বসনা হয়ে নিজেকে ক্যামেরার সামনে মেলে ধরতে জুড়ি নেই তার। অথচ এক সময় বেআব্রু হতে ছিল আপত্তি। ছোট ব্লাউজ পরে নাচতে করেছিলেনআপত্তি।

নোরাকে জনপ্রিয়তা এনে দেয় 'সত্যমেব জয়তে' ছবির গান 'দিলবার' গানটি। এতে স্বল্প বসনা নোরার কোমরের দুলুনিতে কুপোকাত হন অনুরাগীরা। তবে এ গানের নাচের জন্য তাকে পরতে দেওয়া হয় চাপা একটি ব্লাউজ যা দেখে অবাক হন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোরা বলেন, আমাকে ব্লাউজটা দেখানোর পরেই আমি কাজটা থেকে সরে আসতে চেয়েছিলাম। ব্লাউজটা খুবই ছোট ও চাপা ছিল। বলে দিয়েছিলাম, আমি এই কাজ করতে পারব না। জোর করে যৌন আবেদন আনতে বলবেন না আমাকে। বুঝতে পেরেছি, এই গানে যৌন আবেদন রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যৌন আবেদন রয়েছে। সেটাকে অশ্লীল রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

নোরার আপত্তিতে বদলানো হয় ব্লাউজ। যেটি ছিল আগের চেয়ে তুলনামূলক বড়। এরকম উল্লেখ করে বলেন, এই পোশাকটি দেখেও অনেকেই যৌন আবেদন খুঁজে পেয়েছেন। তবে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। আমার কাছে সেটাই বড় কথা। আগে যে ব্লাউজটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা পরতে পারতাম না।

গানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নোরার বঞ্চনার গল্প। 'দিলবার' তাকে জনপ্রিয়তা এনে দিলেও ঘটেনি অর্থযোগ। পারিশ্রমিক চাইলে পরিচালক উল্টো শুনিয়েছিলেন কথা। অর্থের জন্য পাগল না হয়ে নিজেকে প্রমাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

জন্মদিনে অভিনব উপহার পেলেন শুভশ্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জীবনের নতুন বছরে পা রাখলেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। রবিবার (৩ নভেম্বর) ছিল এ নায়িকার জন্মদিন। আর জন্মদিনের উপহার হিসেবে পেলেন অভিনব উপহার। এদিন স্বামী রাজ চক্রবর্তী আদুরে ভাষায় চুম্বনে শুভেচ্ছা জানালেন বার্থডে গার্ল শুভশ্রীকে । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন সেই ঘনিষ্ঠ ছবি। ছবিটি নতুন না পুরোনো তা জানা না গেলেও তাদের জীবনে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই এতেই বোঝা যায় । ছবিটিতে দেখা যায়, রাজ-শুভশ্রীর পরনে রয়েছে সাদা পোশাক। বোঝা যায়, সকালে উঠেই দু'জনে পূজা দিয়েছেন। তারপরই এই সুন্দর মুহূর্ত। রাজের আদরে শুভশ্রীর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শুভ্র হাসি। ছবির ক্যাপশনে পরিচালক লিখেছেন, 'প্রিয় আমার, তোমায় জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।'

২০১৬ সালে 'অভিমান' সিনেমার শুটিং করার সময় রাজ-শুভশ্রীর প্রেম শুরু হয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ক্যারিয়ারের পাশাপাশি সংসারও দক্ষ হাতে সামলাচ্ছেন। বিয়ের দু'বছর পর এ তারকা দম্পতির জীবনে আসে তাদের প্রথম সন্তান যুবান। গত বছরের ৩০ নভেম্বর মেয়ে ইয়ালিনীর জন্ম হয়। অর্থাৎ মা ও মেয়ের জন্মদিন একই মাসে।

দুই বাংলার দর্শকের কাছেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। চলতি বছরের আগস্ট মাসে মুক্তি পেয়েছিল রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত ছবি 'বাবলি'। বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে প্রথম জুটি বেঁধেছিলেন আবীর-শুভশ্রী। বাবলি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে শুভশ্রীর অভিনয়। এছাড়া আসন্ন ডিসেম্বরে রাজ-শুভশ্রীর যুগলবন্দি আবারো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'সন্তান' ছবির মাধ্যমে।

সন্তানদের সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দূরত্ব তৈরি হওয়ার গল্প বলবে 'সন্তান'। বৃদ্ধ বাবা-মা মিঠুন চক্রবর্তী ও অনসূয়া মজুমদারকে দেখেন না ছেলে ঋত্বিক চক্রবর্তী। অথচ নিজে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়ে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে ছেলের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করে মিঠুন। শেষ পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে কি ছেলের দূরত্ব মিটবে? সেই উত্তর পেতে গেলে দেখতে হবে 'সন্তান'। ইতোমধ্যে ভাইরাল হয়েছে ছবির ট্রেলার। বরাবরেই মতোই প্রশংসিত হয়েছে শুভশ্রীর অভিনয়। ছবির মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা

একজন আইনজীবীর ভূমিকায় ছবিতে অভিনয় করেছেন শুভশ্রী। এছাড়াও ঋত্বিক চক্রবর্তী, মিঠুন চক্রবর্তী, ও অনসূয়া মজুমদার রয়েছেন ছবিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।

'আমির অনেক কর্মব্যস্ত, যা করার আমিই করি'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচ্ছেদের পর থেকেই ছেলে আজাদ রাও খানের কো-প্যারেন্টিং করছেন আমির খান ও কিরণ রাও। এবার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার পিছনে স্বামী-স্ত্রী দুজনের ভূমিকাই অত্যন্ত জরুরি বলে জানিয়েছেন কিরণ রাও।

সম্প্রতি কারিনা কাপুরের সঙ্গে একটি শো-তে বিস্তর কথাবার্তা হয় কিরণের। সেখানে তিনি বলেন, 'আমির অত্যন্ত কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। সত্যি বলতে যখন আমরা বিয়ে করি তখন থেকেই ও এমন। সন্তানকে ঠিকভাবে মানুষ করার জন্য কিছু পদ্ধতি মেনে চললেই বিষয়টি অত্যন্ত সহজ।'

কিরণ পরিষ্কার জানিয়েছেন, ও আমার একটাই অভিযোগ আমির স্কুলের সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি মনে করি এটা ওরই সমস্যা। এরপর বলেন, 'আমি মনে করি আমিরও বিষয়টি বোঝে। যখন বিয়ের পর আমাদের দুজনের সংসার ছিল, তখন সমস্যা হত না। কিন্তু আজাদের জন্মের পর পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। সেখানে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে।'

ছেলের বিষয়ে কিরণের ভাষ্য, 'আমিও চাইলে আজাদকে ছেড়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু ওকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলে না। গল্প থেকে খুনশুটি, সবকিছুই চলে আমাদের। এমনকি আমার কোনও কারণে মন খারাপ থাকলেও ছেলেকে জানাই।'

প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে আমির তার প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তারপর ২০০৫ সালে কিরণ রাওকে বিয়েও করেন আমির। 'লাগান' ছবির শুটিং ফ্লোরে কিরণ রাওয়ের সঙ্গে আমিরের পরিচয়। এই ছবিতে কিরণ রাও ছিলেন সহপরিচালক। ২০১১ সালে সারোগেসির পর আমির-কিরণের সংসারে আসে ছেলে আজাদ।

শাহরুখের জন্মদিনে যে বার্তা দিলেন ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবেগের নাম শাহরুখ খান। এমন একজন মানুষ যিনি বাহু প্রসারিত করেই মানুষের মনে জায়গা করে নেন। শাহরুখের প্রতিভা, তার ক্যারিশমায় শুধু অনুরাগীরা নন, তারকারাও মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তরও রয়েছে। তাই তো বলিউড বাদশার জন্মদিনে বিশেষ বার্তা দিলেন টলিউডের 'কুইন'।

শাহরুখের সঙ্গে নিজের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করেছেন ঋতুপর্ণা। ছবিতে লাল শাড়ি রয়েছে অভিনেত্রীর পরনে। কালো স্যুটে ছিলেন শাহরুখ। একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন দুজন। ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, 'বলিউডের কিং-কে জানাই শুভ জন্মদিন। শাহরুখ আপনার প্রতিভা, ক্যারিশমা আর টাইমলেস পারফরম্যান্স আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর আর অসংখ্য সাফল্য পান এই কামনা করি।'

সিনিয়র সিটিজেন হওয়া থেকে এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়েও শাহরুখের শরীরী ভাষা আজও একই রকম। যে ভাষা আবারো পড়ার আকাঙ্ক্ষাতেই অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বাদশার জন্মদিনে মান্নাতের সামনে বিপুল জনজোয়ার। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুরাগীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, 'পাঠান', 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি'- একই বছরে তিনটি ব্লকবাস্টার দিয়েছেন শাহরুখ। 'জওয়ান' তো বলিউডের সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে বক্স অফিসের ব্যবসায়। এবার শাহরুখ নিজেকে তৈরি করছেন পরের চমকের জন্য। আর সেই চমক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবি। জানা গেছে, এই ছবিতে প্রথমবার নিজের মেয়ে সুহানার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ। তবে শনিবার শুধুই সেলিব্রেশন। মান্নাতে নাকি বিশাল পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

এমন হারের পর

যা বললেন গার্দিওলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বোর্নমাউথের কাছে গতকাল ২-১ গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে এই মৌসুমে প্রথম তো বটেই টানা ৩২ ম্যাচ পর হারের মুখ দেখল তারা। ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে ৯ মিনিটে বোর্নমাউথকে এগিয়ে দেন আন্তোয়ান সেমেনিও। বিরতির পর ৬৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এভানিলসন। শেষ দিকে ইয়স্কো ভার্দিওল একটি গোল শোধ দিলেও হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সিটিকে।

ম্যাচশেষে ম্যানসিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেন, 'তারা (চোটাক্রান্ত খেলোয়াড়রা) থাকলে কী হতো জানি না। বলতে ইচ্ছে করে, এই খেলোয়াড়রা যদি চোটে না থাকত তাহলে আমরা জিততাম, কিন্তু তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। ছেলেরা সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে, কিন্তু ওই মুহূর্তে সেই দলের বিপক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না।'

সিটির মতোই গতকাল প্রথমে গোল হজম করেছিল লিভারপুলও। কিন্তু দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। বিরতির পর দুই মিনিটের ব্যবধানে গোল দু'টি করেন কোডি গাকপো ও মোহামেদ সালাহ।

হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর দুঃসংবাদ পেল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ড সিরিজটাই যেন ভারতের সব অঙ্ক বদলে দিলো! ঘরের মাঠে কিউইদের কাছে তিন ম্যাচ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে স্বাগতিকরা। সেই সঙ্গে ২৪ বছর পর নিজেদের দুর্গে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের স্বাদ পেল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের এমন বিপর্যয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনালে খেলা নিয়েও। এরই মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন রোহিতরা। শীর্ষে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। তিন ও চার নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সফর। সেখানেও বড় পরীক্ষায় পড়তে হতে পারে ভারতের।

শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া ১২টি টেস্টের মধ্যে আটটি জিতেছে, তিনটি হেরেছে ও একটি ড্র করেছে। তাদের পয়েন্ট ৯০। পয়েন্টের শতাংশ ৬২.৫০। এই পয়েন্টের শতাংশের ওপর নির্ভর করেই শীর্ষে থাকা দুই দল টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল খেলবে।

এই সিরিজের আগে ১১টি টেস্টের মধ্যে আটটি জিতেছিল ভারত। কিন্তু এই সিরিজের পর ভারত ১৪টি টেস্টের মধ্যে আটটি জিতেছে, পাঁচটি হেরেছে ও একটি ড্র করেছে। ভারতের পয়েন্ট ৯৮। কিন্তু রোহিতদের পয়েনেটর শতাংশ অস্ট্রেলিয়ার থেকে কম। ৫৮.৩৩ শতাংশ।

তিন নম্বরে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ৯টি টেস্টের মধ্যে পাঁচটি জিতেছে তারা। হেরেছে চারটি। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫৫.৫৬ শতাংশ। ভারতকে চুনকাম করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে আবার ফিরে এসেছে নিউজিল্যান্ড। ১১টি টেস্টে তারা জিতেছে ছ'টি। হেরেছে পাঁচটিতে। টম লাথামদের পয়েন্টের শতাংশ ৫৪.৫৫। ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে এই দুই দল।

ঘরের মাঠে সিরিজ হারলেও এখনও টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার সুযোগ রয়েছে ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ জিততে হবে। তবে লড়াই কঠিন রোহিতদের। কারণ, দেশের মাঠে এই লজ্জার হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফিরতে হবে তাদের। সেটা করা সহজ হবে না।

ওলমোর জোড়া গোলে

কাতালান ডার্বিতে বার্সার জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নতুন মৌসুমে দায়িত্ব নেওয়া কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে রীতিমতো উড়ছে বার্সেলোনা। সেভিয়া, বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে বিজয়ের পর এস্পানিওলকেও হারিয়েছে তারা। লা লিগায় কাতানাল ডার্বিতে এস্পানিওলের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে কাতালান জায়ান্টরা।

ঘরের মাঠে গড়ানো ম্যাচটিতে জোড়া গোল পেয়েছেন সামার সাইনিং দানি ওলমো। বাকি গোলটি পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা। ম্যাচের ১২তম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সা। এস্পানিওলের ডিফেন্স চেড়া পাস দেন লামিনে ইয়ামাল। প্রথম শটেই জোয়ান গার্সিয়াকে পরাস্ত করেন ওলমো।

এর ১১ মিনিট পর এস্পানিওলের রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে বল বাড়ান মার্ক কাসাদো। সহজেই গার্সিয়ার মাথার ওপর দিয়ে জালে বল জড়ান সামনে এগোতে থাকা রাফিনহা। ৩১তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ওলমো। লম্বা শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন স্প্যানিশ তারকা। বার্সার রক্ষণ ফাঁকি দিয়ে কয়েকবার বল পেয়ে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এস্পানিওল। কিন্তু জালের দেখা পায়নি। ৬৩তম মিনিটে তাদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন হাভিয়ের পুয়াদো।

এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ৯ পয়েন্টের ব্যবধান বাড়ালো বার্সা। লিগে ১২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল।

শেষ সময়ের গোলে

মেসিদের হার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আটলান্টার মাঠে জিতলেই এমএলএস কাপে ইস্টার্ন কনফারেন্সের প্লে-অফে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হতো ইন্টার মায়ামির। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাটকীয় এক গোল হজম করায় তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজটা এখন ১-১ সমতায় চলে এসেছে। গতকাল আটালান্টা ইউনাইটেডের কাছে মায়ামির ২-১ গোলের হারে শেষ ম্যাচটা পরিণত হয়েছে নকআউটে। আটালান্টার মাঠে ম্যাচের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৪০ মিনিটে আটলান্টার গোলরক্ষকের ভুলে গোল পায় ইন্টার মায়ামি। গোল কিক নিতে গিয়ে আটালান্টার গোলরক্ষক গুজান বল দেন মায়ামির ফেদেরিকো রেডোন্ডোর পায়ে। সেই বল আবার মার্টিনেজের কাছে গেলে তিনি গোল করতে ভুল করেননি। বিরতির পর ৫৮ মিনিটে সমতা ফেরে আটলান্টা। পেদ্রো আমাদরের ক্রস থেকে হেড করে জালে বল পাঠান ডেরিক উইলিয়ামস। এর পর লিওনেল মেসির সুযোগ ছিল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার। ৮৩ মিনিটে লুজ বল তার কাছে চলে এলেও সেই বল তিনি মারেন বারের ওপর দিয়ে। যোগ হওয়া সময়েই ম্যাচের ভাগ্য বদলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আটালান্টা। স্টপেজ টাইমের চতুর্থ মিনিটে জয়সূচক গোলটি এনে দেন বদলি হয়ে নামা জান্ডে সিলভা। অবশ্য এই গোলের পর মাত্রাছাড়া উদযাপনে হলুদ কার্ডও দেখেন তিনি। গোল করেই ছুটে গিয়েছিলেন মায়ামির দর্শকদের কাছে। সেখানে নিজের জার্সি ছিঁড়ে চিৎকার করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি পান সিলভা। 'বেস্ট অব থ্রি' লড়াইয়ের তৃতীয় ম্যাচেই এখন নির্ধারিত হবে দুই দলের ভাগ্য। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে শনিবার।

ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে পরাজয়

হজম করা কঠিন : টেন্ডুলকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে এক প্রকার অজেয় হয়ে উঠেছিল ভারত। বিশ্বের বাঘা বাঘা সব দল ভারতে এসে নাকানিচুবানি খেতো নিয়মিতই। তবে, সেই ঘরের মাঠেই টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে তারা। ভারত নিজেদের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ হওয়ায় নাড়া পড়ে গেছে গোটা ক্রিকেট দুনিয়ায়। চুপ করে থাকেননি দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারও। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে এমন পরাজয় আসলেই হজম করা কঠিন।

এক্সে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে শচীন লিখেছেন, ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে পরাজয় হজম করাটা আসলে বেশ কঠিন। এর ফলে অন্তর্দর্শনের (নিজেদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা) সুযোগ আসে... যে এখানে কি প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল, বাজে শট সিলেকশন ছিল, নাকি ম্যাচ অনুশীলনের ঘাটতি ছিল?

মুম্বাই টেস্টে দারুণ ব্যাটিং করা শুভমান গিল এবং রিশভ পান্তের প্রশংসাও করেছেন শচীন। নিউজিল্যান্ড দলকেও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। শচীন লিখেছেন, শুভমান গিল দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণ খেলেছে এবং রিশভ পান্ট দুই ইনিংসেই দারুণ দুটি ইনিংস খেলেছে। তার (পান্টের) ফুটওয়ার্কের কারণে কঠিন একটি উইকেটকেও ভিন্ন লেগেছে। সে দুর্দান্ত ছিল। পুরো কৃতিত্ব দিতে হবে নিউজিল্যান্ড দলকে। পুরো সিরিজে তারা দারুণ ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলেছে। ভারতের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে জেতা সম্ভাব্য সেরা সাফল্য।

এবার বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে ভারতের জন্য এখন বাঁচামরার সিরিজ এটিই।

সমতায় শেষ ইউনাইটেড-চেলসি

হাইভোল্টেজ লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এরিক টেন হেগ দায়িত্ব ছাড়ার গতকালই প্রিমিয়ার লীগে প্রথম মাঠে নেমেছিল। যদিও নতুন কোচের দায়িত্ব পাওয়া রুবেন আমোরিমির এখনো ওল্ড ট্রাফোর্ডে পৌছাতে ঢের বাকি।তবে অন্তবর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টলরয়ের অধীন ভালোই খেলছে রেড ডেভিলসরা।কারাবাও কাপে বড় জয়ের পর কাল ঘরের মাঠে চেলসির বিপক্ষে লিড নেয় ইউনাইটেড।দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করা চেলসি শেষ পর্যন্ত জয় পেতে দেয়নি স্বাগতিকদের।

প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে।দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ব্রুনো ফের্নান্দেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন মোইসেস কাইসেদো।

গোলহীন প্রথামার্ধে দুই দলই ছিল সাদামাটা। লড়াই জমে উঠে দ্বিতীয়ার্ধে।গুছিয়ে নিয়ে গোলের জন্য দুই দলই ছিল মরিয়া। তবে ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কোনো দল।

ম্যাচের প্রথম গোল আসে ৭০তম মিনিটে। চেলসি গোলরক্ষক ডি-বক্সে ইউনাইটেডের ফুটবলারকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় স্বাগতিকরা। স্পট কিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি ব্রুনো ফের্নান্দেস।

তবে চার মিনিট পরই সমতায় ফেরে চেলসি। কর্নার হেডে ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেননি ক্যাসেমিরো। বক্সের বাইরে থেকে নিচু ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন চেলসির মিডফিল্ডার কাইসেদো। শেষ দিকে ইউনাইটেড চাপ বাড়ালেও গোলের দেখা আর মেলেনি।

ইউনাইটেডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব নেয়ার পর দুই ম্যাচেই অপরাজিত থাকলেন রুড ফন নিস্টেলরয়।

১০ ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠেছে চেলসি। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বর স্থানে ইউনাইটেড।

কোচের সঙ্গে বিতণ্ডা,

মার্সেলোর চুক্তি বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের সিরি আ ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের সঙ্গে চুক্তি বাতিল হলো ব্রাজিলের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার মার্সেলোর। কোচ মানো মেনেজেসের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের ঘটনায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ২ নভেম্বর চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয় ক্লাবটি। চুক্তি বাতিলের পর মার্সেলো এখন ফ্রি এজেন্ট।

যদিও কী কারণে চুক্তি বাতিল হয়েছে, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবটি জানায়নি। তবে কোচের সঙ্গে মার্সেলোর উত্তপ্ত বিতর্কের ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে গ্রেমিওর বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে এ ঘটনা ঘটে। ভিডিওতে দেখা গেছে, নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে বদলি হিসেবে নামার জন্য সাইডলাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন মার্সেলো। তখন কাঁধে হাত রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফ্লুমিনেন্স কোচ মানো মেনেজেস। মাঠে নামার আগমুহূর্তে মেনেজেসকে উদ্দেশ করে কিছু একটা বলতে দেখা যায় মার্সেলোকে। সে কথা শুনেই ক্ষেপে যান মেনেজেস। তখন মার্সেলোর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দেখা যায় কোচকে। একপর্যায়ে মার্সেলোকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন মেনেজেস এবং অন্য একজন খেলোয়াড়কে (জন কেনেডি) ইশারা করে ডাক দেন। এরপর মার্সেলো গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়েন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী সময় দুই পক্ষের চুক্তি বাতিলের খবর সামনে আসে।

সেই ঘটনা নিয়ে ম্যাচ শেষে মেনেজেস বলেন, 'আমি সে সময় মার্সেলোকে নামাতে যাচ্ছিলাম। তবে আমি এমন কিছু শুনেছি, যা আমার পছন্দ হয়নি। ফলে আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলি।'

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR